**<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>**
**<u>দেওয়ানী আপীল বিচারক্ষেত্র</u>**
**<u>আপীল বিভাগ</u>**

**উপস্থিতঃ**
**সম্মানীয় বিচারপতি হরিষ ট্যান্ডন**
**এবং**
**সম্মানীয় বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস**

**২০২৩ সালের এফ এম এ টি ৭২**
**২০২৩ সালের সি এ এন ১**
**সৌমেন্দ্র কুমার বিশ্বাস**
**বনাম**
**শেষাদ্রি গোস্বামী ও অন্যান্যরা**

**<u>উপস্থিতিঃ</u>**

**আপিলকারীর পক্ষেঃ**

**শ্রী জিষ্ণু চৌধুরী, উকিল**

**শ্রী সৌরদীপ ব্যানার্জি, উকিল**

**শ্রী এস এস. ব্যানার্জি, উকিল**

**শ্রীমতী এস. সিনহা, উকিল**

**বিচারঃ** **১৮.১০.২০২৩**

**<u>বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন:</u>**

পরিষেবাটি উত্তরদাতার উপর কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও তাদের পক্ষ থেকে কোনও উপস্থিতি নেই। বাদী/আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা সম্পূরক হলফনামায় বিভিন্ন নথি রয়েছে যা প্রকাশ করে যে যে ঠিকানায় পরিষেবাটি কার্যকর করা হয়েছে তা উত্তরদাতার দেখানো ঠিকানা এবং, অতএব, পরিষেবাটি তাদের উপর প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা উচিত।

আমরা, এইভাবে, তাদের অনুপস্থিতিতে আপীল নিষ্পত্তি করার জন্য অগ্রসর হয়েছি কারণ পরিষেবাটি তাদের উপর প্রভাব ফেলা সত্ত্বেও তারা উপস্থিত হয়নি।

বর্তমান আপিলটি ৭ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ১৬ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশ থেকে উদ্ভূত, যা বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ, বরিষ্ঠ ডিভিশন, ৫ম আদালত, আলিপুর কর্তৃক ২০২৩ সালের এমএস নং ১৩-এ আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা হয়েছিল, যেখানে আসামীরা তার বিরুদ্ধে করা মানহানিকর বক্তব্যের জন্য ক্ষতিপূরণ/ক্ষতি দাবি করে এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে বিবাদী/প্রতিবাদীকে সমাজের ব্যক্তিদের কাছে এই ধারণা প্রকাশ করতে এবং/অথবা যোগাযোগ করতে বাধা দেয় যে বাদী তৎকালীন কোম্পানির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছেন যেখানে তিনি পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অভিযোগের সম্পূর্ণ দাবিটি ১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের একটি কথিত চিঠির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, হাইকোর্ট, শ্রী বিজন নাগ (চেয়ারম্যান, আইএফবি গ্রুপ) এবং বাদী (আইএফবি গ্রুপের পরিচালক) কে বিবাদী নং ১ দ্বারা জারি করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। উক্ত চিঠিতে, উক্ত বিবাদী নং ১ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, এতে উল্লেখিত বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলাগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দায়ের করা হয়েছে, যাতে শেক্সপিয়ার সরণি থানা থেকে উদ্ভূত মামলা নং ২৮৭ জিআর নং ১৮৮১ ট্রায়াল কোর্টে বিচারাধীন মামলাগুলির শুনানি বন্ধ করা যায়। স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, বাদী এবং এতে উল্লেখিত অন্যান্য ব্যক্তিরা একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে বিবাদী নং ১ এবং তার সহযোগীদের বিপদে ফেলার উদ্দেশ্যে কাজ করেছিলেন এবং তাই, যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যাতে উল্লিখিত সমস্ত বিচারাধীন বিষয়গুলি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা যায়। উপরোক্ত বিবৃতি এবং এখানে বিবাদীদের আচরণ বাদী/আপিলকারীর অর্জিত সুনামের উপর বৃহত্তর প্রভাব ফেলে

তার কর্মজীবনের সময় এবং সরকারী ও ব্যক্তিগত জীবনেও আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অধিকারের কাছে যোগাযোগ করা হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যাদের সর্বদা বাদী/আপিলকারীর প্রতি যথাযথ সম্মান রয়েছে।

মামলার তথ্য অনুসারে, IFB ইনভেস্টর ফোরামের পক্ষ থেকে বিবাদী নং ১ কর্তৃক শেক্সপিয়ার সরণি পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে, যা ২০১৫ সালের ২৮৭ নম্বর মামলা। পুলিশ তদন্ত পরিচালনা করে এবং শেষ পর্যন্ত এমন কোনও প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা বাদী/আপিলকারীর বিরুদ্ধে আরোপিত সমস্ত অভিযোগ প্রমাণ করে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি কলকাতার মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাখিল করা হয় এবং ০১.০৬.২০১৭ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা কার্যধারা বাতিল করে ক্লোজার আবেদনটি গ্রহণ করেন। উক্ত আদেশকে IFB ইনভেস্টর ফোরামের পক্ষ থেকে বিবাদী নং ১ কর্তৃক হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়, যা ২০১৮ সালের সিআরআর নং ৬৪৬ হিসাবে নিবন্ধিত হয়, যা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩(৮) এর অধীনে আবেদন দাখিলের স্বাধীনতা প্রদানের নিষ্পত্তি করা হয়। উক্ত স্বাধীনতা অনুসারে, বিবাদী নং ১ একটি প্রতিবাদ আবেদন মঞ্জুর করে। বিষয়টির আরও তদন্তের জন্য উক্ত ফোরামের পক্ষ থেকে। উক্ত প্রতিবাদ আবেদনটি পরবর্তীতে অন্য একটি প্রতিবাদ আবেদন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, বিবাদী নং ১ নিজেকে অন্য ফোরামের সচিবের কাছে দাবি করে এবং পরবর্তীতে বাদী/আপিলকারীকে একটি অনুলিপি প্রদান না করে।

পুরো ঘটনাটি চেপে রেখে, আপিলকারী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কলকাতার মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আরেকটি অভিযোগ মামলা দায়ের করা হয়। একই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়

২০১৫ সালের ২৮৭ নং শেক্সপিয়ার সরনী পুলিশ স্টেশন মামলা, যা বস্তুগত তথ্য গোপন করার জন্য উক্ত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল। অভিযোগটি আরও প্রকাশ করে যে ফৌজদারি সংশোধনে বেশ কয়েকটি আনুগত্য দায়ের করা হয়েছে যা এই আদালতে বিচারাধীন রয়েছে যেখানে উত্তরদাতা নং ১ ফোরামের প্রতিনিধিত্ব করার কর্তৃত্ব দাবি করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ১৯৭৯৫ নং রিট পিটিশনে হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আইএফবি ইনভেস্টর্স ফোরামের নাম ও শৈলীর অধীনে কোনও নিবন্ধিত সমিতি বা সংস্থা বা সংস্থার অস্তিত্ব নেই তবুও উত্তরদাতারা অব্যাহত রয়েছেন এবং উপরোক্ত ফোরামের পক্ষে এই ধরনের কর্তৃত্ব দাবি করছেন। অভিযোগপত্রে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে আই. এফ. বি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড দ্বারা কিছু উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল যা দেওয়ানী জজ, সিনিয়র ডিভিশন, ৫ম কোর্ট, আলিপুরে ২০২২-এর টাইটেল স্যুট নং ১৬৫১ ছিল এবং উত্তরদাতাদের আই. এফ. বি ফোরামের নাম ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। এটি বলা হয়েছে যে  তারিখের একটি চিঠি দ্বারা একটি মোশন লেটার হিসাবে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল যাতে অসম্মানজনক এবং মানহানিকর বিবৃতি রয়েছে যে বাদী মুলতুবি মামলাগুলির শুনানি বন্ধ করার জন্য একটি খারাপ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে। এটি আরও বলা হয়েছে যে, উত্তরদাতারা বাদী/আপিলকারীর যে সততা ও অখণ্ডতা রয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে বাদী/আপিলকারীর অনেক বন্ধু এবং পরিচিতদের কাছে শারীরিক এবং ইন্টারনেট পোর্টাল উভয়ের মাধ্যমেই এই ধরনের চিঠি প্রচার করেছে এবং তাই, তাদের এই মানহানিকর চিঠিটি প্রচার করা থেকে বিরত রাখা উচিত।

উপরোক্ত তথ্যের পটভূমিতে, বিবাদীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আদেশ চেয়ে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল এবং আপত্তিজনক আদেশের মাধ্যমে আদালত কেবলমাত্র এই কারণেই নিষেধাজ্ঞার একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করতে অস্বীকৃতি জানায় যে বাদী/আপীলকারীকে অর্থের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে, সেই মুহূর্তে নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত নয়। মজার বিষয় হল, ট্রায়াল কোর্ট পর্যবেক্ষণ করার পরেও যে যদিও বিবাদীর এই ধরণের পদক্ষেপের কারণে বাদী কমবেশি কষ্ট ভোগ করছেন তবুও তাকে অর্থের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে।

শুরুতে এই আদালতকে অবশ্যই রেকর্ড করতে হবে যে মানহানির উপর ভিত্তি করে একটি মামলায় যদিও ক্ষতিপূরণ আর্থিক আকারে দাবি করা হয়, তবুও আদালতের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই কারণ অব্যাহত ভুল সমাজে এবং তার পরিচিতদের দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তির সুনামের উপর বৃহত্তর প্রভাব ফেলে। সুপ্রিম কোর্ট মামলায়, **সুব্রামানিয়ান স্বামী বনাম ইউ. ও. আই, (২০১৬) ৭ এস. সি. সি ২২১-এ** রিপোর্ট করা হয়েছে যে যদিও ভারতের সংবিধানের ১৯ (১) (এ) অনুচ্ছেদ বাক ও মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকার প্রদান করে, তবুও এটি কিছু যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাথে সীমাবদ্ধ কারণ বাকস্বাধীনতাকে এতটা ধার্মিক হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যে এটি অন্য ব্যক্তির সুনামকে একেবারে ক্ষণস্থায়ী করে তুলবে। এটি আরও বলা হয়েছে যে আদালত যখন এই ধরনের মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়, তখন মৌলিক অধিকার এবং সংবিধিবদ্ধ বিধান দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। এটি কোনও সন্দেহ নেই যে এই অধিকারটি সত্য যে বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সবসময়ই শুধুমাত্র একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয় না

কিন্তু প্রতিটি মানুষের মধ্যে নিহিত একটি অধিকার, এই ধরনের অধিকার নিরঙ্কুশ বা অপরিবর্তনীয় নয় কারণ এটি যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাথে সীমাবদ্ধ। এইভাবে বলা হয় যে যুক্তিসঙ্গত এর সাথে একটি মৌলিক অধিকারের ভারসাম্য বজায় রাখা বিধিনিষেধ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে একটি অলঙ্ঘনীয় সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তাঃ

" ১৪৪. পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষগুলি স্পষ্টভাবে বলেছে যে মৌলিক অধিকারের ভারসাম্য বজায় রাখা একটি সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা। মূল্যবোধ বজায় রাখার জন্য ভারসাম্য বজায় রাখা আদালতের কর্তব্য। আবেদনটি হল যে আইপিসি-র ৪৯ ধারার অধীনে ফৌজদারি মানহানির ধারাবাহিকতা সাংবিধানিকভাবে অচিন্তনীয় কারণ এটি বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষত সৃষ্টি করে। এটি অনুরোধ করা হয় যে ফৌজদারি আইনের একটি উপাদান হিসাবে মানহানির বিষয়টি বাকস্বাধীনতার ধারণার জন্য একটি অভিশাপ যা সংবিধানের অধীনে স্বীকৃত এবং তাই, যে কোনও আকারে মানহানির অপরাধীকরণ একটি অযৌক্তিক বিধিনিষেধ। আমরা ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছি যে, সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে সুনাম হল জীবনের অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য দিক এবং রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তির উক্ত সুনাম বজায় রাখতে এবং রক্ষা করতে আইপিসি-র ৪৯৯ ধারার অধীনে বিধানটিকে আইনের অংশ হিসাবে জীবিত রেখেছে। মৌলিক বিষয় হল ফৌজদারি মানহানির অনুমতি যা সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদের অধীনে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ হিসাবে বোঝা যায়। স্পষ্ট করার জন্য, জমা দেওয়া হল যে ফৌজদারি মানহানি, একটি প্রাক-সাংবিধানিক আইন বাকস্বাধীনতার ধারণার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যেমনটি আগে বলা হয়েছে, খ্যাতির অধিকার সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের একটি উপাদান। এটি একজন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার এবং তাই মৌলিক অধিকারের ভারসাম্য অপরিহার্য। আদালত মৌলিক অধিকারের সংশ্লেষণ এবং ওভারল্যাপিং সম্পর্কে কথা বলেছে, এবং এইভাবে, কখনও কখনও দুটি অধিকার এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব। বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে, অন্যের অধিকারকে বিপন্ন করা যায় না। এই ক্ষেত্রে, শব্দ দূষণ (৫) থেকে একটি অনুচ্ছেদ পুনরুত্পাদন পুনরায় প্রযোজ্য হবে। এটি নিম্নরূপঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৭৪৬, অনুচ্ছেদ ১১)

"১১... নিঃসন্দেহে বাকস্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের অধিকার মৌলিক অধিকার কিন্তু অধিকারগুলি নিরঙ্কুশ নয়। লাউডস্পিকারের সাহায্যে তাঁর বক্তৃতার শব্দকে প্রশস্ত করে গোলমাল সৃষ্টি করার মৌলিক অধিকার কেউ দাবি করতে পারে না। যদিও একজনের কথা বলার অধিকার রয়েছে, অন্যদের শোনার বা অস্বীকার করার অধিকার রয়েছে। কাউকে শোনার জন্য বাধ্য করা যায় না এবং কেউ দাবি করতে পারে না যে তার কণ্ঠস্বর অন্যের মনের কানে অনধিকার প্রবেশ করানোর অধিকার রয়েছে। কেউ শ্রবণ আগ্রাসনে লিপ্ত হতে পারে না। কেউ যদি কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর বক্তব্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যাতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিরা অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর স্তরে উত্থাপিত শব্দ শুনতে বাধ্য হয়, তবে কথা বলা ব্যক্তি ২১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শান্তিপূর্ণ, আরামদায়ক এবং দূষণমুক্ত জীবনযাপনের অধিকার লঙ্ঘন করছে। অনুচ্ছেদ ১৯ (১) (ক) অনুচ্ছেদ ২১ দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারকে পরাজিত করার জন্য কাজে চাপ দেওয়া যাবে না। আমাদের এই দিকটি নিয়ে আরও চিন্তা করার দরকার নেই। এই বিষয়ে হাইকোর্টের দেওয়া দুটি সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে আনা হয়েছে যেখানে শব্দ দূষণ মুক্ত পরিবেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে

সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি হল বিনামূল্যে আইনি সহায়তা কেন্দ্র শ্রী সুগান চাঁদ আগরওয়াল বনাম সরকার (এনসিটি দিল্লী) এবং পি. এ জ্যাকব বনাম পুলিশ সুপার। আমরা দুটি সিদ্ধান্তে গৃহীত যুক্তি এবং তাতে বর্ণিত আইনের নীতি, বিশেষ করে সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা, যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা এর সাথে একমত।'

আমরা আইনের উপরোক্ত উচ্চারণের সাথে শ্রদ্ধাশীলভাবে একমত। ২১ অনুচ্ছেদের একটি অন্তর্নিহিত উপাদান হিসাবে সুনামকে কেবল অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকতে পারে বলে এটিকে কলুষিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি না। এটি এমন কোনও সীমাবদ্ধতা নয় যার অনিবার্য পরিণতি রয়েছে যা চিন্তা ও ধারণার সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে, এটি অন্য ব্যক্তির আদালতে যাওয়ার এবং তার প্রতি অন্যায় ও অপব্যবহার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করার অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি তার খ্যাতি পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধারের জন্য আইনে স্বীকৃত এবং গৃহীত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারেন। অতএব, দুটি অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। একজনের "সুনাম" অপরের বাকস্বাধীনতার অধিকারের বেদিতে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না। আইনসভা তার প্রজ্ঞায় সামাজিক পরিবেশ অর্জনে মানহানির অপরাধমূলকতা বিলুপ্ত করা উপযুক্ত বলে মনে করেনি।"

**২০০১ সালের ৬ এস. সি. সি ৩০- জন থমাস বনাম ড. কে. জগদিশন** এর মামলায় প্রদত্ত একটি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে শীর্ষ আদালত এমন একটি বিষয় বিবেচনা করছিল যেখানে মহানগর শহরের (চেন্নাই) একটি হাসপাতালকে সংবাদপত্রে একটি মানব কিডনি পাচারের নিবন্ধ প্রকাশ করে বদনাম করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

উপরোক্ত মামলার প্রেক্ষাপটে এটি আদেশ হয়ঃ

**"১০. আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী শিবসুব্রহ্মণ্যম যুক্তি দেন যে, অভিযোগ করা প্রকাশনাটিতে যেসব অভিযোগ রয়েছে, সেগুলো মানহানিকর নয়। অভিযোগগুলি পড়ার পর আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাথমিকভাবে এগুলো মানহানিকর। অভিযোগের একমাত্র প্রভাব হলো, অভিযোগকারীর উপর এই বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যে, এই ধরনের অভিযোগ প্রকাশনার ফলে জনসাধারণের কাছে তার মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। তবে, অভিযোগটি যদি মানহানিকর নাও হয়, তবুও তা প্রকাশকের পক্ষে লাভজনক হবে না, কারণ অভিযোগকারী ব্যক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে পারেন যে প্রকাশনাটি আসলে মানহানির সমান, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও। তাই আপিলকারী এই পর্যায়ে দাবি করতে পারেন না যে, তিনি এই ভিত্তিতে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকারী যে, প্রকাশিত প্রকাশনায় যেসব অভিযোগ রয়েছে, সেগুলো মানহানিকর ছিল না।"**

এর অনেক আগে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ, **ডব্লিউ. হে এবং অন্যান্যরা বনাম অশ্বিনিত কুমার সামন্ত, এ. আই. আর ১৯৫৮ সি. এ. এল ২৬৯**-এ একটি মানহানিকর পদক্ষেপের মাধ্যমে সুনাম নষ্ট সম্পর্কিত একটি মামলা বিবেচনা করছিল এবং বলেছিল যে, এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দগুলি একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দের মুখে মানহানিকর বলে আরও স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা উচিত। ডিভিশন বেঞ্চ আরও উল্লেখ করেছে যে, এমন একটি মামলা থাকতে পারে যে শব্দগুলি আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাই এটি ধরে রাখা কঠিন করে তোলে যে এটি সুনামের ক্ষতি করবে কিন্তু যদি এই ধরনের বিবৃতি খালি পড়ে স্পষ্ট হয় যে এটি সহকর্মী সদস্যদের বা সঠিক চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে সুনামের ক্ষতি করবে তবে এটি মানহানির কাজ গঠন করবে এবং আদালত একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

**২০২২ সালের এস. সি. সি অনলাইন ডেল ৩০৯৩** প্রকাশিত **বিনয় কুমার সাক্সেনা বনাম আম আদমি পার্টি ও অন্যান্যরা** মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের একক বেঞ্চের সাম্প্রতিক এক রায়ে বলা হয়েছে যে, বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার কোনও ব্যক্তির সুনামকে প্রভাবিত করে এমন মানহানিকর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আরও বলা হয়েছে যে, যদি আদালত মনে করে যে বিবৃতিগুলি নিজে মানহানিকর এবং কোনও সত্যহীন, তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার জন্য আদালতের পক্ষ থেকে কোনও বাধা নেইঃ

**৩০. প্রথম দৃষ্টিতে, আসামীদের বিভিন্ন বিবৃতি/সাক্ষাৎকার/প্রেস কনফারেন্স /টুইট /রিটুইট /হ্যাশট্যাগ মানহানিকর। বাদীর সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য, কোনও তথ্যগত যাচাই ছাড়াই, বেপরোয়াভাবে এগুলি করা হয়েছে। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, একজন ব্যক্তির সুনাম বছরের পর বছর ধরে অর্জিত হয় এবং অন্য কোনও ব্যক্তি তা অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুণ্ন করতে পারে না।**

**ইন্টারনেটে একজন ব্যক্তির সুনামের ক্ষতি তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী। যতক্ষণ পর্যন্ত বিতর্কিত বিষয়বস্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত এবং দৃশ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি বাদীর সুনাম এবং ভাবমূর্তির ক্রমাগত ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে। সুবিধার ভারসাম্য বাদীর পক্ষে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে। যদি ইন্টারনেট এবং আসামীদের ৭ এবং ৮ এর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে উপরোক্ত মানহানিকর বিষয়বস্তু অব্যাহত থাকে/অথবা আসামীদের বাদীর বিরুদ্ধে এই ধরণের মানহানিকর বক্তব্য চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে বাদীর সুনামের উপর গুরুতর এবং অপূরণীয় ক্ষতি এবং আঘাত ঘটবে।"**

উপরের প্রতিবেদনে বর্ণিত আইনটি আমাদের মনে কোনও অস্পষ্টতা রেখে যায় না যে আদালত আর্থিক ত্রাণ সম্বলিত মানহানির মামলায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতা অস্বীকার করে না। এটি কোনও নিখুঁত নীতি নয় যে কোনও ব্যক্তির ক্ষতি ও আঘাতের ক্ষতিপূরণ আর্থিক আকারে দেওয়া যেতে পারে, এটি একটি নিষেধাজ্ঞা পাস করার জন্য আদালতে একটি জালিয়াতি তৈরি করে। একজন ব্যক্তির খ্যাতি এমন একটি প্রাথমিক কারণ যা সমাজে ওজন করে এবং কোনও কথ্য শব্দ বা প্রকাশনা বা কোনও অসমর্থিত এবং মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ইন্টারনেট পোর্টালের মাধ্যমে প্রচারিত চিঠির মাধ্যমে যে কোনও প্রচেষ্টা সংযত করা যেতে পারে। বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার যদিও মৌলিক অধিকার, তা কোনও অমীমাংসিত অধিকার নয়, তবে কোনও ব্যক্তির বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা দ্বারা সীমাবদ্ধ, যদি এটি কোনও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ও সুনামকে কলঙ্কিত করে যা তিনি সমাজের কাছে ঋণী এবং তাই এই ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রয়োজন এই বিষয়ে।

এখানে উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলি স্পষ্টতই দেখায় যে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও, শুধু বাদী/আপিলকারীর সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করা হয় কেবল একটি চিঠি দিয়ে না, একই

প্রচার করে বৈদ্যুতিন পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাজের বন্ধু এবং সঠিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে। "খারাপ উদ্দেশ্য" অভিব্যক্তিটি ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে এবং এই বিষয়ে কোনও সমর্থনকারী নথি ছাড়াই সুনামকে প্রভাবিত করে যখন স্বীকারযোগ্যভাবে শুরু করা সমস্ত কার্যধারা বাদী/আপিলকারীর পক্ষে শেষ হয়। এমনকি এর বিরুদ্ধে সরকারী লিকুইডেটরের নির্দেশে কোম্পানি আইনের অধীনে একটি প্রতারণামূলক কার্যধারা শুরু করে বাদী/আপিলকারীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কারণ এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অতএব, আমরা দেখতে পাই যে বিচার আদালতের আদেশ সমর্থন যোগ্য হতে পারে না।

০১.১২.২০২২ তারিখের উল্লিখিত চিঠিটি শারীরিক আকারে বা বিদ্যুতিক আকারে ইন্টারনেট পোর্টাল ব্যবহার করে তারিখ থেকে ১০ সপ্তাহের জন্য বা পরবর্তী আদেশ পর্যন্ত পোস্ট করা থেকে বিবাদী/প্রতিবাদীকে নিষেধাজ্ঞার একটি বিজ্ঞাপন অন্তর্বর্তী আদেশ থাকবে, যেটা আগে হয়।

বিচারিক আদালতকে পরিষেবা শেষ হওয়ার পরে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যত দ্রুত সম্ভব হলফনামা দাখিল করে বিবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যদি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনটি তারিখ থেকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি হতে পারে না।

এটি বিচারিক আদালতের উপর নির্ভর করে যে উত্তরদাতাদের শুনানির পরে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞাপন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বাড়ানো, পরিবর্তন করা বা প্রত্যাখ্যান করা যদি পরিস্থিতি আরও কোনও প্রসঙ্গ ছাড়াই ওয়ারেন্ট করে এই আদালতে।

এই পর্যবেক্ষণগুলির সাথে আপিল এবং আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়।

খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণ সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা হবে।

আমি একমত।

**(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)**

**(বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস)**

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**